সংবাদ

তারিখ 7 JUN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

মাদ্রাসা শিক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতি খতিয়ে দেখছে স্থায়ী কমিটি

নিখিল ভদ্র

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে। অনেক মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরির পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অধিকাংশ জাতীয় দিবস পালন করা হয় না। পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদীর নিষিদ্ধ বই। অনেক মাদ্রাসা ১০-২০ জন ছাত্র নিয়েও অনুমোদন পেয়েছে। যেখানে ছাত্রের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। একটির প্রয়োজন হলেও ১৫টি মাদ্রাসার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। ইতোমধ্যে রিভিউ কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো গঠিত হয়। কমিটি গঠনের পর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ দুর্নীতি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

দুর্নীতি : মাদ্রাসা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জমা পড়ছে। প্রথম ও প্রধান অভিযোগ বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি তৎপরতা চালানো হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে জঙ্গি ক্যাডার তৈরি করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না। বরং বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালানো হয়। এখানে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ বইও পড়ানো হয়। স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদীর বইও বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুফি সাধকদের নামে কটূক্তিকর তথ্যসমৃদ্ধ বইও পড়ানো হয়। অভিযোগে দেখা গেছে, মাদ্রাসা অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা নেই। তাই যথেচ্ছ মাদ্রাসার অনুমোদন দেয়া হয়। প্রয়োজন না থাকলেও অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে মাদ্রাসা বোর্ড থেকে একের পর এক মাদ্রাসা অনুমোদন পেয়েছে। যেখানে একটি প্রয়োজন সেখানে ১৫টি মাদ্রাসা অনুমোদন পেয়েছে। যার ফলে অনেক মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা সর্বনিম্ন ১০ জনও রয়েছে। অনেক মাদ্রাসা শিক্ষক ছাত্র না পড়িয়েও মোটা অঙ্কের বেতন পান। আবার অনেকে ছাত্র পড়িয়েও বেতন পান না। এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডের কার্যক্রমেও রয়েছে নানা অব্যবস্থাপনা।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এসব অনিয়ম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কমিটির পক্ষ থেকে সব মাদ্রাসায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টাঙানো, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, পহেলা বৈশাখসহ অন্য দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশ, অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়া সুফি সাধকদের নামে কটূক্তিকর তথ্যসমৃদ্ধ বইগুলোও নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে মওদুদীর বই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে রিভিউ কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কমিটি খুব শিগগিরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানা গেছে।

কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন মাদ্রাসা শিক্ষার নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা তুলে ধরে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমানে মাদ্রাসাগুলোতে অননুমোদিত বই পড়ানো হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশই দখল করে আছে মওদুদীর বই এগুলোকে বাতিল করা হবে। তিনি বলেন, একটি বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ বা শহীদ মিনার বাওয়াকে শেরেক বলা হয়েছে সেখানে সুফি সাধকদের সম্পর্কে বিতর্কিত তথ্য রয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বইগুলো লিখিত। তিনি বলেন, কমিটির বৈঠকে বিষয়টি আলোচনার পর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে এ ব্যাপারে একটি রিভিউ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তা গঠিত হয়েছে। কমিটি এসব বই খতিয়ে দেখবে এবং পরে বিকৃত বা বিভ্রান্তিকর তথ্যসমৃদ্ধ বইগুলো চিহ্নিত করে তা নিষিদ্ধের সুপারিশ করবে বলে তিনি জানান।

কমিটির সভাপতি জানান, মাদ্রাসা অনুমোদন দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম নীতিমালা মানা হয় না। এমনও দেখা গেছে একটি মাদ্রাসায় শিক্ষক রয়েছেন ১৬ জন আর ছাত্র রয়েছে ১০ জন। এমন মাদ্রাসাকেও অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসার অনুমোদন নিয়ে অনেক দুর্নীতিও হয়ে থাকে। এগুলো বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেয়া হবে। বিদ্যমান শর্ত কঠোরভাবে মেনে তবেই মাদ্রাসাগুলোকে অনুমোদন দিতে হবে। শুধু মাদ্রাসার ক্ষেত্রে নয়, সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের ক্ষেত্রে শর্ত মানতে হবে কঠোরভাবে। তিনি বলেন, স্থানীয় সংসদ সদস্যরা মাদ্রাসার অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন। এমন দেখা গেছে যেখানে একটি মাদ্রাসা অনুমোদন দেয়া দরকার সেখানে ১৫টি মাদ্রাসার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, মাদ্রাসার অনুমোদন না দিলে বিষয়টি ধর্মের বিরুদ্ধে চলে যায়- এ বিবেচনায় অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় স্থানেও মাদ্রাসার অনুমোদন দেয়া হয়।

রাশেদ খান মেনন বলেন, অভিযোগ রয়েছে মাদ্রাসাগুলোতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না বা জাতীয় দিবসগুলোও যথাযথভাবে পালন করা হয় না। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এ ব্যাপারে একটি পরিপত্র জারি করলেও সেই পরিপত্রের বিধান মানা হচ্ছে না। শুধু মাদ্রাসা নয় কিন্ডার গার্টেনগুলোতেও এক রকম অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানেও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন হচ্ছে না। সেই সঙ্গে জাতীয় দিবসগুলো গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। অনেক মাদ্রাসা জঙ্গি সৃষ্টি করে, আবার জঙ্গি বা বিভিন্ন এলাকায় হানা দেয়, এটা বিবেচনায় নিয়েও মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করা হবে বলে তিনি জানান।

কমিটির সভাপতি বলেন, এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাত্র ৫শ' টাকা বেতন দেয়া হয়। এটা অমানবিক। মাত্র ৫শ' টাকা দিয়ে কেউ জীবনযাপন করতে পারে, এটা ভাবা যায় না। একটা ডে লেবারের বেতনও মাসে ৫শ' টাকার চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ প্রতিদিন তিনি যদি একশ' টাকা করে পান তাহলে মাসে তার আয় হয় ৩ হাজার টাকা। আমরা এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করেছি। মাদ্রাসা শিক্ষায় বিরাজমান অন্য সমস্যাগুলো নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে বলে তিনি জানান।